মেহেরপুরে নানা আয়োজন শহিদ শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

নানা আয়োজেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন করেছে নানা আয়োজন।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্ত্বরে সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্ত্বরে স্থাপিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক

অর্পণ করেছেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নাজমুল হুদা, আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

পরে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়। এর আগে স্থানীয়দের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

সকাল ১০ টার সময় তার জীবনি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করতে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে।

শহিদ শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী মেহেরপুরে নানা আয়োজন

আজ শুক্রবার(৫ আগস্ট)সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ।

১৯৪৯ সালের এই দিনে তিনি তদানীন্তন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে জাতির পিতার হত্যাকারী মানবতার ঘৃণ্য শত্রুদের নির্মম-নিষ্ঠুর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠণ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠণ ও সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্ত্বরে প্রতিষ্ঠিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার তরফ থেকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

দিনটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সকাল সাড়ে ৯ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে জেলা প্রশাসক, পুলিশ বিভাগ, আওয়ামী লীগ। সেখানে দোয়া মোনাজাত করা হয়। সকাল ১০ টার সময় তার

জীবনি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করতে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করবে।

শহিদ শেখ কামাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত, সংগ্রামী, আদর্শবাদী কর্মী হিসেবে ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ও ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন আক্রান্ত হওয়ার আগ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন্ড লাভ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর শেখ কামাল সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক শহিদ শেখ কামাল শাহীন স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএ অনার্স পাস করেন।

শেখ কামাল বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম উৎসমুখ ‘ছায়ানট’-এর সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমসারির সংগঠক ছিলেন। বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী’।

শেখ কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অভিনয় শিল্পী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল তার। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়া সংগঠন, বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী

ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শেখ কামাল দেশে নান্দনিক ফুটবল ও ক্রিকেটসহ অন্যান্য দেশীয় খেলার মানোন্নয়নে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলতেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ব্লু’ খেতাবপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী ছিলেন এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের ৮ পরোয়ানাভূক্তসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩, সিআর মামলায় ৫ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জন।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ৩ আসামী, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ ও চুরির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ১ এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ২ জন আসামী রয়েছে।

বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রী আটক

মেহেরপুর শহরের কাজি অফিসপাড়া এলাকায় মেহেরপুর টাউন ফাঁড়ির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী ও স্ত্রীকে আটক করেছেন।

আটকরা হলেন, কাজি অফিসপাড়া এলাকার শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল
(৩৬) ও তার স্ত্রী রেনুকা খাতুন (৩২)।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্টা) বিকাল ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন, এএসআই নাজমুল হোসেন, এএসআই জালাল উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

শহর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন বলেন, মুদি দোকানের আড়ালে তারা ফেনসিডিলের ব্যবসা চালাচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে রেনুকার শরীর থেকে ৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

তিনি জানান, আটক মাইকেলের বিরুদ্ধে ১ টি গাঁজার মামলা ও রেনুকার বিরুদ্ধে দুটি ফেনসিডিল মামলা আদালতে চলমান। সম্প্রতি একটি মামলায় রেনুকা খাতুনের ২ বছর কারাদন্ড হয়েছে। আপিল করে জামিনে বের হয়ে সে আবারো মাদক বিক্রি শুরু করেছে।

আটকৃতদের নামে মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় মামলা দায়েরক করার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া তাদের আদালতের মাধ্যমে

মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আল্লাদী খাতুন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত নারী আসামী আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। আল্লাদী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া শিবপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবি’র স্ত্রী। তার নামে মামলা নং জিআর ১০০/২১ ইং।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল জানান, গ্রেফতার আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতারের পর পরই মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা। স্বামী স্ত্রী বাঁচলেও মারা গেলো কুকুরটি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মদনাডাঙ্গা গ্রামে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কায় কুকুরের সংঘর্ষে রনি হোসেন ও মূর্শেদা খাতুন নামের স্বামী স্ত্রী মারাত্বক আহত হয়েছেন। রনি হোসেনের বাড়ি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া এলাকায়।

বুধবার (৩ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে সড়ক দূর্ঘটনার এ

ঘটনাটি ঘটে।

আহত রনি ও তার স্ত্রী মূর্শেদা খাতুনকে আহতাবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর জীবন বাঁচলেও ঘটনাস্থলেই মারা যায় কুকুরটি।

আহত রনি জানান, মেহেরপুর থেকে গাংনীর দিকে যাওয়ার সময় মদনাডাঙ্গা নামক স্থানে একটি কুকুর দৌড়ে এসে মোটরসাইকেলের চাকার নিচে পড়ে। এতে আমরা দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হই।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে থেকে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট উদ্ধার

গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের সামনে থেকে দুটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে করে নিয়ে যান পুলিশ। এসময় হাতবোমার নিচ থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছে।

চিরকুটে লেখা আছে, ‘এই শোন আনেচ তুই না জেনি, না বুইঝি আমাদের নাম দিচ্ছিস, তোর বংশো নিরবংশো করি দিবো। যদি আমাদের কোনো হ্মতি হয়।পারলে তুই ঠেকিয়ে নিস। আর যদি বাচতে চাষ তাহলে ভালো হয়ে যাহ’ এভাবেই চিরকুট ও লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোম প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ির সামনে রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের বাড়ির সামনে
থেকে উদ্ধার হওয়া চিরকুট

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল হাতবোমা দুটি উদ্ধার করেন।

প্রবাস ফেরৎ আনিছুর জানান, সম্প্রতি আমার ভাই তখলেছুরের তিনটি গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গরু তিনটি নিয়ে যাওয়ার সময় দুটি গরু পালিয়ে আসে। এর মধ্যে একটি বড় গাভি নিয়ে যায় চোরের দল। এঘটনায় আনিছুর ও তখলেছুর পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আর এতেই হ্মিপ্ত হয়ে বোম ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর সামিউল ইসলাম বলেন, একটি বড় বোসের সাথে ছোট আরেকটি বোম লাল কসটেপ মোড়ানো রয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর জন্যই হয়তো এটি করেছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল জলিল জানান, বাড়ির মালিকের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি বোমা প্রবাস ফেরৎ আনিছুরের বাড়ি সংলগ্ন দোকানের দরজার সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বোমা উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে ভরে থানায় নেয়া হয়েছে। এখন এঘটনায় জড়িতদের সনাক্তকরণ করতে পুলিশ কাজ করবে।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেল চুরির সময় চোর আটক

মুজিবনগরের মোনাখালি গ্রামের মনিরুল ইসলামের এপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরি করার সময় হাতেনাতে সাগর আহমেদ মিলু (২৮) নামের এক চোরকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামের চারা তলার মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত চোর সাগর আহমেদ (মিলু) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়াহুদা থানার ইব্রাহিমপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। বর্তমানে মিলু দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ায় বসবাস করে।

মটরসাইকেল মালিক মোনাখালি গ্রামের খেদের আলির ছেলে মনিরুল ইসলাম জনান, তিনি বুধবার বিকেলে গ্রামের চারা তলার মাঠে নিজের লিচু বাগানে মোটরসাইকেল রেখে পাশের জমিতে কাজ করছিলেন। কাজ শেষে এসে দেখেন মোটরসাইকেল নেই তিনি মটরসাইকেল টি খুজতে খুজতে রাস্তায় উঠে দেখতে পান একটি লোক তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছে। এ সময় তিনি দৌড়ে তাকে থামতে বলে।

এ সময় গাড়ি চোর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পরে মুজিবনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মোটরসাইকেল চুরির সময় আটককৃত চোর কে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুর বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বৃদ্ধি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষ মেলার মেয়াদ আরো ৭ দিন বর্ধিত করা হয়েছে। মেলার শেষ দিনে স্টলগুলোতে অংশগ্রহণকারী নার্সারী মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মৌখিকভাবে এই ৭ দিন মেয়াদ বর্ধিত করেন।

মেহেরপুর বন কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃক্ষ মেলায় অংশ নেওয়া স্টল মালিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী ৭ দিন মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন জেলা প্রশাসক।

বৃক্ষ মেলাটি গত ২৮ জুলাই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপনি হওয়ার কথা ছিল। বৃক্ষ মেলার মেয়াদ বর্ধিত করায় আগামী ১০ আগষ্ট শেষ হবে।

মেহেরপুরে দুই বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল কেড়ে নিল কলেজ ছাত্রের প্রাণ

দুই মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতি কেড়ে নিলো কলেজ ছাত্র ইমন হোসেনের (২০) জীবন। এঘটনায় জুল হোসেন (২২) ও মিঠু (২২) নামের আরো দুই যুবক আহত হয়েছেন। আহতদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ইমন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইসলাম আলীর ছেলে সে মেহেরপুর পৌর কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র। আহতরা হলেন, গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দাপাড়া এলাকার ইয়াসিন আলীর ছেলে জুল হোসেন (২২) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের মতলেব হোসেনের ছেলে শিলন (১৭)।

আহত শিলন কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী। বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় গাঁড়াবাড়িয়া-কাথুলি সড়কের জালালের পাকড়তলা নামক স্থানে বিপরীত থেকে আসা দ্রুতগামী দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেলের তিন আরোহী মারাত্বক আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। পরে তাদের অবস্থার অবনতি হলে তিনজনকেই কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় মিরপুরের মধ্যে মারা যায় ইমন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় কাথুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।